গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের বিরুদ্ধে কর্মচারী নিয়োগ ও শিক্ষকদের বেতন বীলে স্বাক্ষর করার জন্য ১৬ লক্ষাধিক টাকা আদায় করার অভিযোগ এনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও স্থানীয় সুধি মহল।

ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কমনরুমে গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন।

এসময় সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম হাসান, সহকারী শিক্ষক ফিরোজ হাসান, আব্দুল মোনেম, ইকবাল হোসেন হুছনিয়ারা খাতুন তাদের কাছ থেকে বেতন বীলে স্বাক্ষর করার অভিযোগ এনে জোর করে আড়াই লক্ষ টাকা ঘুঁষ নেওয়ার অভিযোগ আনেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে কাথুলি ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) আনারুল ইসলামসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম হাসান, সহকারী শিক্ষক ফিরোজ হাসান, আব্দুল মোনেম, ইকবাল হোসেন ও মোছা: হুছনিয়ারা খাতুনের প্রথম বেতনের বীল উত্তোলন করার জন্য সভাপতির কাছে বেতন বীলে স্বাক্ষর করাতে গেলে স্বাক্ষরের পূর্বেই আড়াই লাখ টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত টাকা না দিলে সেই সই করবে না বলে জানিয়ে দেন। পরে তাকে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে বেতন বীলে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য হই ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

এছাড়া সহকারী শিক্ষক হুছাইন আলী, তৌহিদুল ইসলাম, মোছা: মমতাজ পারভীন, ও বাবুল হোসেনের উচ্চতর বেতন স্কেল পরিবর্তন করার জন্য স্বাক্ষর নিতে গেলে জন প্রতি ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৬০ হাজার টাকা উৎকোচ নিয়েছেন সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক আরো জানান, বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী মো: বৃটেন আলীকে নিয়োগ দিয়ে ৫ লাখ টাকা, অফিস সহায়ক তুহিন হোসেনকে নিয়োগ দিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা ও আয়া ফাতেমা খাতুনকে নিয়োগ দিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা ঘুঁষ নিয়েছেন ইলিয়াছ হোসেন।

দলীয় পদ পদবীর ক্ষমতা ভাঙিয়ে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনসহ শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে সব সময় অসাদাচারন করে থাকেন।

তারা কর্মচারী নিয়োগের জন্য নেওয়া ঘুঁষের টাকা ও সহকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে অবৈধভাবে হাতিয়ে নেওয়া সকল অর্থ ফেরৎ দানের জন্য আহবান জানান। উল্লেখ্য, ইলিয়াছ হোসেন কাথুলি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সদস্য (মেম্বর)।

মোবাইল ফোন মাদকাসক্তের মতই আরেক ধরণের ব্যাধি-ওসি আব্দুর রাজ্জাক

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মোবাইল ফোন মাদকাসক্তের মতই আরেক ধরণের ব্যাধি। তাই শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে অত্যন্ত শর্তক থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চেয়েও বেশী সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। আমাদের সমাজে নৈতিকতা একেবারেই উঠে গেছে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকদের তাদের ছেলে মেয়েদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠলে সমাজে থেকে অনিয়ম অনাচারসহ নানা ধরণের অপরাধ করে যাবে।

মঙ্গলবার সকালে গাংনীর গোপালনগর লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন।

লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দীন, পিএসআই উপপরিদর্শক তুষার আহম্মেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন, বিএসসি শিক্ষক বিল্লাল হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক আমারুল্লাহ, কামাল হোসেন, নাজমুস সালেহীন, খেদের আলী দিপু প্রমুখ।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন, বাল্য বিয়ে আমাদের সমাজের একটি ব্যাধি। সমাজকে বাঁচাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক সাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, আমি যতদিন এ থানাতে থাকবো। এখানে কোনো ইভটিজিং হতে দেওয়া হবেনা। কেউ ইভটিজিং করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি মাদকের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে বলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মাঠে ময়দানে কাজ করছে। যারা মাদকের সাথে জড়িত হবে কাউকে ছাড় দেওয়া হবেনা।

তিনি এসময় সকল শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ারও আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় আদ-দ্বীন হাসপাতালের কর্মচারীদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

কুষ্টিয়ার বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র আদ-দ্বীন হাসপাতালের কর্মচারীদের মাঝে রমজানের ঈদ উপহার হিসাবে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে শহরের ছয় রাস্তা মোড় আদ-দ্বীন হাসপাতালের

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আউয়াল কর্মীদের মাঝে এসব রমজানের ঈদ উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় তিনি বলেন, “সবার সাধ্যের মধ্যে মান সম্মত সেবা”এই প্রত্যাশাই আদ-দ্বীন হাসপাতালের পথ চলা। দ্রব্যমুল্◌েযর উর্দ্ধগতিতে যখন নিম্ন আয়ের কর্মীরা দূর্বিসহ জীবনযাপন করছে তখনই আদ-দ্বীন হাসপাতালের নির্বাহী মহোদয় স্যার হাসপাতালের পরিবেশ কর্মীদের জন্য রমজানের ঈদ উপহার হিসাবে দশ রকমের খাদ্য সামগ্রী পাঠালেন।

তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসব খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সহায়তা করে আসছে। আপনারা এই হাসপাতালে এমডির জন্য দোয়া করবেন।

দামুড়হুদা লাটাহাম্বারের ধাক্কায় পুলিশ সদস্যর মৃত্যু, চালক আটক

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ায় মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের সাথে মোটরসাইকেল ধাক্কায় আবু বক্কর নামের এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার রাজা বিক্স ইট ভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় স্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আবু বক্কর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার গোবরা গ্রামের মৃত. সিহাব উদ্দীনের ছেলে। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্পে কনস্টেবল পদে চাকরিরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্প থেকে নিজ মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গায় সদর থানা মার্কেটের কমিউনিটি

পুলিশিং ব্যাংকে টাকা উত্তোলনের জন্য যাচ্ছিলন আবু বক্কর।

পথের মধ্যে দামুড়হুদার পুরাপাড়া রাজা ব্রিক্স ইট ভাটার সামনে পোঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যান তিনি।

এসময় সামনে থেকে আসা একটি মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের চাকার নিচে পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ ও স্থানীয় ব্যক্তিরা আবু বক্কর নামের এক ব্যক্তিকে জরুরি বিভাগে নেয়।

তিনি সড়ক দুর্ঘটনার আহত হয়েছেন বলে জানতে পারি। তবে জরুরি বিভাগে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাপসাতালে নেওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পৌঁছান। এসময় তিনি বলেন, দামুড়হুদার পুড়াপাড়ায় মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের চাকায় পিষ্ট হয়ে পুলিশ সদস্য আবু বক্করের মৃত্যু হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ মর্মাহত। নিহত পুলিশ আইন মাফিক মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় লাটাহাম্বার ও চালককে আটক করা হয়েছে।

যদি করি নিয়মিত রক্তদান, রক্তের অভাবে ঝরবে না একটিও

প্রাণ

‘রক্তদানেই পরম তৃপ্তি’ এ উক্তিটি কুষ্টিয়ার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নিবেদিত এক স্বেচ্ছাসেবক সাদিক হাসান রহিদ এর। কুষ্টিয়ার এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষার্থীরা মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রয়োজনে রক্ত প্রদান করে থাকে।

স্বপ্নচারী মেধাবীরাই গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ প্রয়োজনে পাশে থাকার অঙ্গীকার সাধারণত স্বপ্ন পুরন করতে কাজ করে থাকে। এই চেতনা থেকেই এই সংগঠটির নাম ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’।

এই সংগঠনটি বিনামূল্যে মুমূর্ষ রোগীদের জন্য রক্ত সরবারহের কাজ করে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখাসহ বৈশ্বিক মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাড়ী বাড়ী পৌঁছে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করতেও নিরলসভাবে কাজ করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ সংগঠনটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। অনেক চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে বর্তমান সময়ে কুষ্টিয়ায় অসহায় মানুষদের নিকট আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠন পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত বিভিন্ন মুমূর্ষ ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা করে দিয়েছে সংগঠনটি।

এছাড়াও বর্তমানে সংগঠনটিতে ডোনার (স্বেচ্ছায় রক্তদানে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি) সংখ্যা রয়েছে প্রায় শতাধিক। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক বিভাগের একটি টিম ও সংগঠনটিতে ৫০ টাকার বিনিময়ে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে কাজ করে থাকে। অবশ্য এই ৫০ টাকা সংগঠনের পক্ষ থেকে খরচ করা হয়।

সংগঠনটিতে বর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে সাদিক হাসান রহিদ এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন মেহরাব হাসান মুশফিক।

সংগঠনটির কর্মযজ্ঞ নিয়ে আলাপ হয় সাদিক হাসান রহিদের সাথে। তিনি বলেন, নিজের শরীরের তাজা রক্ত অন্যের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যে আনন্দ

পাই তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এক ব্যাগ রক্তে যখন একজন মূমূর্ষ রোগী সুস্থ হয় সে ব্যক্তি হাসিমাখা মুখ দেখলে ভালো লাগার অনুভূতিটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব না। আমরা এটাকে লাল ভালোবাসা বলে থাকি।

অনেক সময় গভীর রাতেও জরুরি ভিত্তিতে রক্তদাতাকে নিয়ে মূমূর্ষ রোগীকে রক্ত দেওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়েছে এ সংগঠনটি। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত পৌঁছে দেওয়ার।

তিনি আরও বলেন, আজও পহেলা রমজান কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ও একটি বেসরকারি ক্লিনিকে দুই জন রোগীকে রোজা থাকা অবস্থায় দুই ব্যাগ রক্ত দিয়েছে ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র দুই সদস্য। এছাড়াও মাঝে মাঝে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেছে এ সংগঠনটি।

ঝিনাইদহে জমি থেকেই কৃষকের ভূট্টা চুরি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের পান্তাপাড়া গ্রামে জমি থেকে এক কৃষকের প্রায় ২ বিঘা জমির ভুট্টা চুরি করে নিয়ে গেছে চোরচক্র।

গত সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ওই ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের ফজলু হক জানান, পান্তাপাড়া গ্রামে আড়াই বিঘা জমি লীজ নিয়ে ভ্ট্টূা আবাদ করেছেন তিনি।

সোমবার রাতে কে বা কারা তার আড়াই বিঘা জমির মধ্যে ২ বিঘা জমির ভূট্টা কেটে নিয়ে যায়। সেই সাথে জমিতে থাকা ভুট্টা নষ্ট করে দিয়ে যায়।

মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকদের সাথে জমিতে ভুট্টা কাটতে এসে এ অবস্থায় দেখতে পায় কৃষক ফজলু হক। এতে তার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, ভূট্টা চুরির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা নকল ওষুধ তৈরির কারখানা ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজ সিলগালা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নকল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানা সিলগালা করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে কারখানাটির মালামাল।

সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে অবস্থিত পুরাতন ভবনের ওয়েস্ট ল্যবরেটরিজ কারখানায় অভিযান চালায় ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

এর আগে, ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিনকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। পরে ওই ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও ঢাকা ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের উপ-পরিচালক নুরুল আলম জানান, প্রায় একযুগ ধরে এই কারখানায় নকল প্যান্টোনিক্স-২০ ও মোনাস-১০ ট্যাবলেট তৈরি করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি।

পরে প্রতিষ্ঠানটির মালিক গিয়াস উদ্দিন ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। এ ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। তাই ঘটনাটি তদন্তে সেখানে অভিযান চালানো হয়। তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

তদন্ত কমিটির প্রধান আরও জানান, ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে

ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানা সিলগালা করা হয়েছে। নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনারিজ জব্দ করা হয়েছে। তাদের লাইসেন্স বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি নকল ওষুধ তৈরির কারখানার সন্ধান পায় ডিএমপি পুলিশের লালবাগ গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ওয়েস্ট ল্যবরেটরিজ কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে প্যান্টোনিক্স-২০ ও মোনাস-১০ নকল ঔষধ তৈরি করা হতো বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানায় গোয়েন্দা পুলিশ।

পরে প্রতিষ্ঠানের মালিক দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের মৃত তফেল উদ্দিনের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ও এক সহযোগীকে নকল ওষুধ ও ওষুধ প্রস্তুতের সরঞ্জামসহ গ্রেফতার করা হয়। এসময় ১০ লাখ ৩৪ হাজার পিস নকল প্যান্টোনিক্স-২০ ও ১৮ হাজার পিস নকল মোনাস-১০ ট্যাবলেট ও মালামাল তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান গোয়েন্দা শাখা প্রধান। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ডিএমপির চকবাজার থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায় এক যুগ ধরে দর্শনা পৌর সভার পুরাতন ভবনে ওয়েস্ট ল্যাবরেটরিজ (আয়ু)। উৎপাদন লাইঃ নং আয়ু-২১৭। দর্শনা- চুয়াডাঙ্গা নামের একটি সাইন বোর্ড পৌর ভবনের মধ্যে কারখানার সামনের একটি কাঁঠালগাছে সাইন বোর্ড টাঙ্গানো দেখা যায়। আর ভীতরে কারখানায় তৈরী করা হতো মালামাল।

আর কি ভাবে মালামাল তৈরী করা হতো তা আমরা জানতাম না। জানার প্রয়োজনো মনে হয়নি। আজ আমরা বুঝতে পারছি সেখানে নকল ঔষধ তৈরী করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হতো। সেই ঔষধ আমাদের মত সাধারন মানুষ ক্রয় করে প্রতারিত হতো। এতে করে রোগী সাধারনের মানব দেহের ক্ষতি করে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতো প্রতিষ্ঠানটি।

তবে সম্প্রতি ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিন ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। এঘটনার পর দর্শনার এই কারখানাতে ঢাকা ডিএমপি গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে মালামাল উদ্ধারের পর বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়।

তবে ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। উক্ত ঘটনায় দুই

সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। তারই প্রেক্ষিতে ঘটনাটি তদন্তে অভিযান নামে তারা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাই।

এদিকে ঘটনার পর থেকে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানার মালিকের ভাই মার্কেটিং ম্যানেজার আক্তার হোসেন এলাকা থেকে দিয়েছে গাঁ-ঢাকা।

তাকে আটক করে আইনের আওতায় নিলে অনেক তথ্য উদঘাটন হবে বলে এমনটা মনে করছে স্থানীয়রা। তবে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানায় সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপার নিহত

আলমডাঙ্গায় ভুট্টা বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন ও একই গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে তার সহকারী আশিক।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন একই এলাকার হেলপার হাফিজুর রহমানের ছেলে আশিক। সোমবার ১২ টার দিকে ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে ট্রাকে ভুট্টা লোড দিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলো।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আলমডাঙ্গায় আসছিলো বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাক। দুই ট্রাক মুখোমুখি হলে ভুট্টা বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে ক্যানেলের পাশের গাছ ভেঙে উল্টে যায়। ট্রাক চালক আলামিন ও হেলপার আশিক ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত জখম হয়ে মারা যায়। চাপা

পড়ে ট্রাকের নিচে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে শ্রীরামপুর গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকের কাছে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া হাইওয়ে সড়কে নারায়ণগঞ্জগামী ভুট্টাবোঝাই একটি ট্রাক কুষ্টিয়াগামী ড্রাম ট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা কড়ই গাছের সাথে ধাক্কা খায় ও পাশের খাদে উল্টে যায়। সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে ট্রাকচালক আলামিন ও সহকারী আশিক হোসেন নিহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশের সদস্যরা। স্থানীয়দের সহযোগীতায় দীর্ঘ সময় পর নিহত ট্রাক চালক ও হেলপারের লাশ উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহের পর পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে দুপুরেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রধান সড়কের গাছ কর্তন! অভিযোগ দিলেও মেলেনি প্রতিকার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু টু সাধুহাটি সড়কের দখলপুর ক্রসফায়ার নামক ব্রিজ সংযুক্ত প্রধান সড়কে দিন দুপুরে একটি কড়ুই গাছ কেটে নেওয়া হলেও কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি কর্তৃপক্ষকে এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

সোমবার বিকেলে প্রকাশ্যে গাছ কর্তন করেন সামসুল উরফে কাটু। সামসুল উরফে কাটু উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের দখলপুর গ্রামের ছলেমানের ছেলে ।স্থানীয়রা কর্তৃপক্ষকে জানালে প্রতিকার না পাওয়ায় গণমাধ্যমকর্মীকে অবগত করেন।

এসময় গণমাধ্যমকর্মী ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আহাম্মেদকে মোবাইলে জানালে তিনি বলেন, গাছ রাস্তার না মালিকানার, সরকারি জমির না খাস জমির, অভিযোগ করেছে কে তার নাম বলুন তাঁকে ফোন করতে বলুন। সার্ভেয়ার এনে মাপযোকের পর বোঝা যাবে গাছ কার এমনটাই বলে কালক্ষেপন করেন। ততক্ষণে কাছ কর্তন শেষে অবাধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

অথচ স্থানীয়রা বলছে, প্রধান সড়কের গাছ দেখাশুনা করার প্রয়োজন ছিলো কর্তৃপক্ষের। সেখানে ফোন করে জানানো হলেও ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো পাল্টা বলে সময়ক্ষেপন করে গাছ নিয়ে যেতে সহযোগিতা করার সামিল।

এ ব্যাপারে সামসুল ওরফে কাটু বলেন, সড়কের গাছটি অধিক বড় হওয়ায় তার জমির একাংশে ফসল হয় না। তাই তিনি গাছ কর্তন করছেন।

দামুড়হুদার উজিরপুরে দিনমজুরের গরু চুরি

দামুড়হুদার উপজেলার সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গ্রামের মোল্লাপাড়ার দিন মজুর বকুল উদ্দীনের গোয়াল ঘর থেকে দুটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে। জানাগেছে, প্রতিদিনের ন্যায় দিনমজুর বকুল উদ্দিন গত শনিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে তার কালো রংয়ের আস্ট্রলিয়ান গাভী ও লাল রংয়ের বাছুর
গরুটি গোয়ালে রেখে ঘুমাতে যায়।

রাত তিন টার দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গোয়ালের দরজা খোলা দেখতে পাই। পরে গোয়াল ঘরে গিয়ে দরজার সেকল কাটা ও গরু দুটি গোয়ালে নেই। দিনমজুর বকুলের ডাক চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী ছুটে আসে।

পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গ্রাম সহ আশে পাশের এলাকায় ওই

রাতেই খোঁজাখুজি করে গরু দুটির কোনো সন্ধান পায়নি।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন জানান, আমি দিনমুজরি করে ও এনজিও থেকে ঋণ দিয়ে দুবছর আগে অনেক কষ্টে একটি আস্ট্রলিয়ান গাভী গরু কিনি।

গাভী গরুটি প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ কেজি করে দুধ দিত। কয়েক মাস আগে গাভীটি একটি লাল রংয়ের এড়ে বাছুর দেয়। গাভী ও এড়ে বাছুরটির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লাখ টাকা।